১০-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই বেহদের ড্রামাতে হিরো -হিরোইনের ভূমিকা তোমাদের , বাবার নয় , বাবার দক্ষতা কেবলমাত্র পতিতকে পবিত্র করে গড়ে তোলা ।''

প্রশ্নঃ - ব্রহ্মার চিত্র দেখে যারা প্রশ্ন তোলে, তাদের কোন রহস্যের কথা বোঝাতে হবে ?

উত্তরঃ - তাদের বলো, ইনি হলেন সেই আত্মা যিনি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত (সৃষ্টি রূপী নাটকে) ভূমিকা পালন করেছেন । যিনি হলেন প্রথম প্রিন্স শ্রীকৃষ্ণ, তাঁরই শেষ জন্মে বাবা আসেন । এ হল পতিত শরীর, একেই পবিত্র হতে হয় । ইনি কোনও ভগবান নন । ভগবান তো হলেন চির পবিত্র । উঁনি(ভগবান) এঁনার শরীরের আধার নিয়েছেন ।

গীতঃ- চেহারা দেখেনে রে প্রাণী মন রূপী দর্পণে. . .

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন , শান্তির জন্যে বাইরের দুনিয়ায় গিয়ে যেন দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খেতে হবে না । হঠযোগী সন্ন্যাসীরা যেমন মনে করে যে গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় । শান্তি পাওয়া যাবে জঙ্গলে । কিন্তু বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন শান্তি ওখানেও পাওয়া যাবে না । এই বিষয়ে একটা গল্প বা বলতে পার উপমা , শোনাচ্ছি - রানীর গলাতেই হার ছিল অথচ খুঁজছিল বাইরে . . . এরকমই শান্তিও তোমাদের গলাতে অর্থাত তোমাদের মধ্যেই আছে বাইরে কোথায় তাকে খুঁজবে ! বাবা এসে বোঝাচ্ছেন , বাচ্চারা , তোমাদের আত্মাদের স্বধর্মই হ'ল শান্ত । এই শরীর তোমাদের কর্মেন্দ্রিয় , যার সাহায্যে তোমাদের নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে অর্থাৎ নিজস্ব পার্ট প্লে করতে হবে । আত্মা হল অবিনাশী । আত্মা ছোট বা বড় হয় না আর না হয় বিনাশ । তবে হ্যাঁ! আত্মা পতিত হয় , আর একেই পবিত্র হতে হয় । আত্মা প্রথমে কিশোর শরীর পায় , তারপর ধীরে ধীরে যুবা এবং আরও পরে বৃদ্ধ হয় । আত্মা স্বভাবেই হল একরস । সর্ব প্রথম আত্মাকে জানতে হবে আমি আত্মাই ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরী হই । একে বলা হয়-- আত্ম-অভিমানী ভব । বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন , বাচ্চারা তোমরা দেহ-অভিমানী হয়ে পড়েছ এইজন্য নিজেকে শরীর ভাবছ , এটা ভুলে যাও যে আমি আত্মা , এই আমার শরীর । তাইতো নিজেকে বুঝতে হবে , অনুভব করতে হবে । ৮৪ জন্মও আত্মাই নেয় । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন যে ব্রাহ্মণ হতে পেরেছে সে-ই আবার দেবতা হবে । এরকম নয় যে সকল আত্মাই ৮৪ জন্ম নেয় । কেউ প্রথম দিকে আসবে , কেউ ৫০-১০০ বছর বাদেও আসবে । কারও ৮০-৮২ , কারও অল্প-কয়েক জন্ম হবে । মানুষ ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলে, এত বলেও সন্তুষ্ট হয়না , আবার বলে ভগবান প্রতিটি কণায় কণায় বিরাজ করেন । ভগবান এখন বলছেন আমি কোনো মানব শরীরেই নেই তবে জানোয়ার , পাথর , নুড়ি , কণা এসবের মধ্যে আমি কিভাবে থাকতে পারি ! বাবা বুঝিয়েছেন সর্বোত্তমই ধীরে ধীরে পতিত হয়ে তমঃপ্রধান হয় । "আমি স্বয়ং একথা বলি , আত্মার অনেক জন্মের শেষ জন্মে সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি ।" যে পুরো ৮৪ জন্মের চক্র পার করে , সে-তো শেষে অবশ্যই পতিত হবে । পবিত্র তো হতে পারবে না । বাবা স্বয়ং বলেন প্রথম নম্বরে শ্রীকৃষ্ণ , ফার্স্ট প্রিন্স-- প্রথম রাজকুমার । শ্রীনারায়ণ তো পরে হবে , যখন বড় হবে । তাও ২০ -২৫ বছর কম হয় , ওনারও ৮৪ জন্ম পুরো হয়না । সর্বপ্রথম শ্রীকৃষ্ণ । যদিও সে-

ই স্বয়ম্বরের পরে নারায়ণ পদে অভিষিক্ত হবে । কিন্তু হিসাব তো বাচ্চাদের রাখত হবে ! ৫ হাজার বছরে পুরো ৮৪ জন্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বলা যাবে । সেইজন্য বাবা সামনা সামনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন "আমি কল্পে কল্পে সেই তনেই আসি , যার আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত পার্ট আছে । দ্বিতীয় আর কারও মধ্যে আসতে পারি না । হিসাব আছে । প্রথম নম্বরে ব্রহ্মাই আছেন । আমি অন্যের মধ্যে কিভাবেই বা আসতে পারি ।" তোমাদের অনেক লোকে জিজ্ঞেস করে শুধু একই ব্রহ্মাতে কেন আসেন ! কিন্তু হিসাব তো হওয়াই আছে । এ সবই বোঝার বিষয় । গায়নও আছে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করা হয় । এই কাজ আর অন্য কারও দায়িত্বে নেই । মানুষ রচনা আর রচয়িতাকে জানে না । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । যা তৈরি হয়ে আছে তাই হচ্ছে ...চিন্তার কি প্রয়োজন ... এই সব এখনকার কথা , যা হওয়ার তাই হয় , তা' কোনোভাবে বদল হওয়া সম্ভব নয় । আজ যা হচ্ছে তা' পাঁচ হাজার বছর বাদে আবারও হবে । বাবা বুঝিয়েছিলেন-- এমন কোনো বিষয় উঠলে বোলো , এতো কোনো নতুন কথা নয় ! পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল । একদম এইভাবে লিখে দাও । মানুষ এসে তোমাদের জিজ্ঞাসা করুক, তবুও লিখতে কোনো অসুবিধে নেই । এই লড়াই আগেও হয়েছিল , নাথিং নিউ , নতুন নয় । মহাভারতের লড়াই ৫ হাজার বছর আগেও হয়েছিল । ক্রিশ্চিয়ানরা ভারতে এসে রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিল , নাথিং নিউ । এই কল্পের পরে আবারও এইরকমই হবে । বিশ্বের এই হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি বারংবার পুনরাবৃত্তি হয়েই চলে । এখন আবার নতুন করে দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। যাঁদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁরাই প্রথম লক্ষ্মী-নারায়ণ হবেন । এই সকল রহস্য সামনে বসে বাবাই বুঝিয়ে দেন । বাবা বলেন-- আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ , একে উল্টো ঝাড় বলা হয়ে থাকে । এই কল্পবৃক্ষের আয়ু পাঁচ হাজার বছরের । স্বস্তিকের মধ্যে চার ভাগ একরকম দেখা যায়। যুগও ইকুয়াল অর্থাত্ সমান , এর মধ্যে কোনও ফারাক হয়না । বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন-- দেখো দুনিয়ায় কত কিছুই না হচ্ছে ! কেউ মুনে (চাঁদে) যাচ্ছে , কেউ আগুনের ওপরে তো কেউ জলের ওপরে চলতে শিখছে । এই সবকিছু অনর্থক , এতে লাভ কিছু হয় না । মানুষ পবিত্র হয়ে মুক্তি-জীবনমুক্তিতে তো যেতে পারেনা । যা কিছুই করুক কিন্তু ঘরে ফিরতে পারবে না । আত্মা নিজের ঘর আর বাবার ঘর ভুলে গেছে । আত্মা নিজেকে ভুলে দেহ-অভিমানী হয়েছে । আবার মন্দিরে গিয়ে মহিমা গায় । আপনি সর্বগুণসম্পন্ন , আমি নীচ পাপী । নিজের গ্লানি করে । বাবা তো কখনও পূজারী হননা । তারপর আবার বলবে শংকরও চির পূজনীয় । কিন্তু তিনিও পূজারী হননা , তাঁর পার্টই এখানে নয় । এখানকার স্টেজে(এই সৃষ্টি মঞ্চে) পার্ট হ'ল ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর । ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর ভূমিকা কি তা' দুনিয়ার লোকেদের জানা নেই । বলে দেয় ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা , এর অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনা । এরকমও গেয়ে থাকে ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা , কে করে তার কোনো পরিষ্কার ছবি নেই । মুখে বলছে কিন্তু তিনি কোথায় ! শিবের কি কাজ তাও জানা নেই । আত্মা সম্বন্ধে বলবে ভ্রুকুটির মধ্যে উজ্জ্বল এক আজব নক্ষত্র . . . . আমি আত্মা অবিনাশী , শরীর বিনাশী । কত শরীরের মধ্যে দিয়ে আত্মাকে চক্রের পার্ট সম্পূর্ণ করতে হয়, কিছুই জানা নেই । মানুষ কত দুঃখী , দুঃখে বিলাপ করে-- ও গড ফাদার ! যখন থেকে দুঃখের শুরু তখন থেকে ডেকে চলেছে । এও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে ভারতে রাবণরাজ্য শুরু হওয়া মানে কিন্তু এমন নয় যে অন্য ধর্মের মধ্যেও রাবণরাজ্য শুরু হয়েছে না , তাদেরও নিজের সময় অনুযায়ী সতো , রজো , তমোতে আসতেই হয় । এই কাহিনী সারা ভারতের উপরেই রচিত । তারা তো বিশ্ব নাটকের ঘটনা পরম্পরায় ধারাবাহিকভাবে আসবে । বাবা মাঝ পথেই আসেন । ভারত যখন তমোপ্রধান হয় তখন আবার সারা ঝাড় তমোপ্রধান হয়ে যায় । তাদেরও সুখ দুঃখ ভোগ করতে হয় । ঝাড়ে নতুন নতুন পাতা বেরোয় । তা' বড়ই সুন্দর । নতুনেরও আবার অবশ্যই সতো , রজো , তমোতে আসতে হয় । পিছন সারিতে যারা আসে তাদের

খানিক মান থাকে । এক জন্মের জন্য এসেও সতো , রজো , তমোর মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে । কিন্তু তার কোনো মূল্য থাকেনা । মূল্য তাদের যারা হিরো -হিরোইনের ভূমিকা পালন করে । এইভাবে বলা হয়না বাবা-ই হীরো-হীরোইনের পার্ট প্লে করেন । বাবার সম্বন্ধে একথা বলা যাবেনা । তিনি এসে তো পতিতকে পবিত্র করে তোলেন । নিজে পতিত হননা । তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে ওঠার মেহনত করো । শ্রীমত্ মেনে রাজযোগের দ্বারাই তোমরা রাজ্য নিয়েছিলে । তোমরা এখন আবার রাজ্যভার নিচ্ছ । বাবা বলেন - আমি তো রাজত্ব করিনা , তোমাদের রাজার রাজা বানাই । এমনিতে দুনিয়াতে মানুষ তো অনেক কিছুই বলে । ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজার রাজা বানাই কিন্তু তার অর্থ না নিজেরা বোঝে না অন্যকে বোঝাতে পারে । ভগবানুবাচ , তাহলে অবশ্যই ভগবান এসেছিলেন তবে না বলেছিলেন হে বাচ্চারা , ভারতেই শিব জয়ন্তী , শিবরাত্রির পালন হয় । বাবা আসেনও ভারত খণ্ডে । ভারতই অবিনাশী খণ্ড । তার মহিমাও অনেক । বাবার মহিমা যেমন অপরম অপার তেমন ভারতের মহিমাও অপরম অপার । ভারতেই পরমপিতা পরমাত্মা এসে সব , মানুষ মাত্রেরই সদগতি করেন । সবাইকে সুখ দেন । ওঁনার জন্মভূমি ভারত । ভারতই প্রাচীন দেশ । ভগবান রাজযোগ শেখাতেই ভারতে এসেছিলেন । কিন্তু কৃষ্ণকে ভগবান বলায় ওঁনার মহিমা থাকে না । ভগবান তো এক , তাঁকেই সদ্গুরু বলা হয়ে থাকে । বাকি তো অনেক গুরু থাকে । কেউ সাধারণ কোনো কাজকর্ম শেখালেও তাকে গুরু বলে দেয় । আজকাল তো সবাইকে অবতার বলে মেনে নিচ্ছে। কিছুই বোঝেনা । যখন একেবারে পতিত হয়ে যায় তখন ডাকে - বাবা এসে আমাদের পবিত্র বানাও।

সত্যি -সত্যিই বাবা এসে অমরকথা শোনান । তোমাদের বুদ্ধিতে এখন এই কথা স্থায়ী হয়েছে , কিভাবে আমরা ৮৪ জন্মের চক্রে আসি । প্রথমে ভালো জন্ম তারপরে আবার নীচে নেমে আসতে হবে । দুনিয়ারও অবরোহণ কলা হয় অর্থাত্ দুনিয়াও অবরোহণ কলায় পৌঁছায় । মানুষের বুদ্ধি সতো, রজো , তমোয় পরিণত হয় । সত্যযুগ থেকে একটু একটু করে অবরোহণ কলা শুরু হয়ে যায় । বলা হয় উত্তরণ কলা আর অবরোহণ কলার স্টেজের কথা-- তোমার উত্তরণের কারণে সকলেরই ভালো হয় । সকলের সদগতি দাতা হলেন এক বাবা-ই । গুরুরা তো শুধু শাস্ত্র শোনায় । শাস্ত্র শুনতে শুনতে নীচেই নেমে এসেছে । বেহদের বাবা এসে বাচ্চাদের জিজ্ঞাসা করেন আমি তোমাদের এত বিত্তবান বানিয়ে গেছি , এত হীরে-জহরতের মহল দিয়ে গেছি , সেসব কোথায় গেছে ? লৌকিক বাবা বাচ্চাকে পয়সা দেন কিন্তু বাচ্চা সেই পয়সা অনর্থক বাজে খরচে বরবাদ করে দিলে বাবা বাচ্চাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন এত পয়সা (অর্থ) সে কোথায় বরবাদ করেছে ? বাচ্চাদের কাছে পয়সা থাকলে তারা এদিক -ওদিক খরচ করে উড়িয়ে দেয় । বাবা ধর্ম-স্থাপকদের, অথচ সন্তান বিলেতে গিয়ে লাখ লাখ টাকা খরচ করে আসে । বাবা কিছু করতে পারেনা । বাবা ত্যাজ্যও করতে পারেনা কেননা দাদুর সম্পত্তি ! কিন্তু অন্তরে জ্বলতে থাকেন । এমন সব খারাপ বাচ্চা হয় যে বাবার মৃত্যুর পর ১২ মাসেই সব সম্পত্তি খুইয়ে ফেলে । সেসব হ'ল হদের কথা । এখানে সব বেহদের কথা । বেহদের বাবা বলেন তোমরা কত ধনবান ছিলে , বিশ্বের মালিক ছিলে ! তবে কাঙাল কেন হও ? এত ধন কোথায় , কি করলে ? বাচ্চাদেরই বাবা জিজ্ঞেস করেন - ভারতকে ধন সম্পদ দিয়ে এত বিত্তবান বানিয়েছি , এতসব ধনকড়ি কোথায় গেল ? এখন বাবাই আবার সামনে বসে বুঝিয়ে দিচ্ছেন । ভক্তিমার্গে কত খরচ করে । শাস্ত্র ইত্যাদির পিছনে কত খরচ করে ! মাথাও ঠুকতে থাকে, কপালও ঘষে যায় । পয়সা কড়ি সব খুইয়ে বসে , এ হল ড্রামা । আমি তোমাদের বিত্তবান বানাই । রাবণ তোমাদের কাঙাল বানায় । ভারতবাসীকেই তো বাবা বোঝাবেন । ভারতই সোনার দেশ(

Golden sparrow) ছিল , এত ধন ছিল অন্য ধর্মের লোকেরা লুঠ করে নিয়ে গেছে । তবে ! খেয়াল করো ভারত কি ছিল ! পরিকল্পিভাবে এও ড্রামায় সাজানো আছে । ভারতই হেভেন , ভারতই হেল অর্থাত্ ভারতেরই স্বর্গ -নরকের উত্থান -পতনের কাহিনী ড্রামাতে বলা হয়েছে । এখন নরকের অবস্থা চলছে , এইজন্য বাবা সিঁড়ির চিত্র এমন বানিয়েছেন যে কেউই বুঝতে পারবে আমরা পতিত হয়েছি । ছোট ছোট বাচ্চাদেরও চিত্রের সাহায্যেই বোঝানো হয় । নকশা ছাড়া বাচ্চারা কি বুঝবে ! বাবা-ই এসে পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার সহজ যুক্তি বলে দেন । সহজের থেকে সহজও আবার , ডিফিকাল্ট (কঠিন) থেকে ডিফিকাল্টও । সত্যযুগে দেহী-অভিমানী থাকে । আত্মা বুঝতে পারে এখন শরীর বড় হয়েছে অশক্ত হয়েছে , পুরানো বস্ত্র পরিত্যাগ করে আবার নতুন বস্ত্র নিতে হবে । যেমন সাক্ষাত্কার হয় - এখন গিয়ে বাচ্চা হতে হবে , তারপর পুরানো শরীর ছেড়ে দেয় । এখানে কেউ মারা গেলে কান্নাকাটিও করে । ব্যান্ড বাজিয়েদেরও (হরি -সংকীর্তনের দল) নিয়ে যায় মরদেহের সাথে সাথে । সত্যযুগে তো খুশির সাথে এক শরীর ছেড়ে আরেক শরীর নেয় , তাই আনন্দ উৎসব করে । এখানে কত আফসোস করে ! কেউ মারা গেল তো বলবে স্বর্গে চলে গেছে । তবে তো এর মানে দাঁড়াল এতদিন নরকে ছিল ! তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ - স্বর্গবাসী হওয়ার জন্য । বাবা আসেনই জীবনমুক্তি দিতে । রাবণের বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে জীবনমুক্ত করেন । বাবা বলেন , আমি আগের কল্পের মতো এসে রাজযোগ শেখাই । প্রতি কল্পে ব্রহ্মা তনে আসি । তোমাদের অবশ্যই ব্রাহ্মণ হয়ে উঠতে হবে । যজ্ঞতে ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই চাই । এ হ'ল রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী জ্ঞান যজ্ঞ । এই রথকে(শরীরকে) স্বাহা করতে হবে । অশ্ব বলা হয় এই রথকে অর্থাত্ পুরনো এই শরীরকে । রাজস্ব , স্বরাজ্য পাওয়ার জন্য এইসব অশ্ব (শরীর) স্বাহা করতে হবে । আত্মা তো স্বাহা হবেনা ! আত্মারা হিসেব-নিকেশ সমাপ্ত করে ফিরে যাবে । তারপর আবার নতুনভাবে সবার পার্ট শুরু হবে । একে বলা হয়ে থাকে হিস্ট্রি -জিওগ্রাফি রিপিট অর্থাত্ বিশ্ব নাটকের পরিকল্পিত রূপের পুনরাবৃত্তি । বাবা আসেনই পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ঘটিয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করতে । সেই একই মহাভারত লড়াই , যে লড়াইয়ের কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে । তাই বোঝাতে তো হবে - এই লড়াই থেকেই স্বর্গের দ্বার খোলে , এইজন্যে শাস্ত্রেও এর গায়ন আছে । আচ্ছা--

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা -পিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর সুপ্রভাত । রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) যে ঘটনা অতীতে ঘটে গেছে তার চিন্তা করা ঠিক নয় । যা হয়ে গেছে , নতুন কিছু নয়- এই ভেবে ভুলে যেতে হবে ।

২) এই রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞে নিজের তন -মন -ধন সব স্বাহা করে যজ্ঞকে সফল করে তুলতে হবে । এই অন্তিম জন্মে সম্পূর্ণ পবিত্র হওয়ার মেহনত করতে হবে ।

বরদানঃ- সবকিছু থেকে পৃথক এবং প্রিয় হওয়ার যোগ্যতা দ্বারা মোহমুক্ত (Free from attachment) হওয়ায় সমর্থ, সহজযোগী ভব !

সহজযোগী জীবনের অনুভব করার জন্যে জ্ঞানের দ্বারা দেহ এবং দেহ-সম্বন্ধীয় সব কিছু থেকে অনাসক্ত হও । শুধু বাইরে থেকে আলাদা হওয়া নয় , কোনো কিছুর প্রতি মনের আসক্তিও যেন না থাকে , সমস্ত আকর্ষণ থেকে যে যত মুক্ত হতে পারবে তত প্রিয় অবশ্যই হয়ে যাবে । সর্ব থেকে মুক্ত অবস্থা খুবই প্রিয় লাগে । যে বাইরের আকর্ষণ থেকে নিজেকে আলাদা করতে পারেনা সে প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠার বদলে দুশ্চিন্তা পীড়িত হয় । এইজন্যে সহজযোগী অর্থাত্ সব আকর্ষণ থেকে মুক্ত আর প্রিয় হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সমর্থ , সব মোহ থেকে মুক্ত হয় ।

স্লোগানঃ- স্ব- পুরষার্থ ও সেবা-র সামঞ্জস্যের দ্বারা বন্ধন , সম্বন্ধে পরিবর্তিত হয়ে যাবে ।